

কোরান ও বিজ্ঞান : আবিদের দেখার দৃষ্টান্তে

(কোরান কি আল্লাহর বানী নাকি মুহম্মদের?)

অভিজিৎ রায়

www.mukto-mona.com

আমি কিছুদিন পূর্বে ‘[বিজ্ঞানময় কিতাব](#)’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম যা ইতোমধ্যেই কিছু মহলে কৌতুহল ও ভাবনার উদ্রেক ঘটিয়েছে। এই প্রবন্ধটি কারো বিশ্বাসে আঘাত করার জন্য লেখা হয়নি, হয়েছিল মানুষকে যুক্তির আলোয় উদ্ভাসিত করার জন্য। আমি দেখাতে চেয়েছিলাম যে, ধর্মগ্রন্থগুলো এমন একটা সময়ে লেখা হয়েছিল যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ আক্ষরিক অর্থেই অনেক পিছিয়ে ছিল। ইতিহাসের পটভূমিকায় সে সময়কার সমাজ-সংস্কৃতি বিশ্লেষণে এই গ্রন্থগুলোর গুরুত্ব অবশ্যই অপরিসীম, কিন্তু সেই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ গুলোতে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব খোঁজা হবে চরমতম বোকামি। উদাহরণ হিসেবে বলেছিলাম, ‘সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে’ এই সামান্য বৈজ্ঞানিক সত্যটিই কিন্তু কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যাবে না। আমাদের উপমহাদেশে প্রচলিত ধর্মমত গুলোর মধ্যে ইসলাম এসেছে সবার পরে, সে অর্থে সবচেয়ে আধুনিক। এ ব্যাপারটি স্বীকার করতেই হবে। কোরাণ অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ গুলো থেকে অনেক ব্যাপারেই হয়ত অনেক এগিয়ে, কিন্তু তার পরেও সামগ্রিক ভুল ত্রুটির উর্ধে তো নয়। কোরাণ যখন মানুষকে ‘হেদায়েত’ করবার জন্য এ পৃথিবীতে এসেছিল সে সময় থেকে পৃথিবী কিন্তু অনেক এগিয়ে গেছে। মানুষের চিন্তা, ভাবনা, জ্ঞান, শিক্ষা অনেক পরিবর্তিত, পরিবর্তিত হয়েছে। কোরানে বর্ণিত অনেক ব্যাপার স্যাপারই কালের পরিক্রমায় আজ অর্থহীন, হাস্যকর এবং অবৈজ্ঞানিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এটা হবেই। কারণ আমরা যে হারে এগুচ্ছি, ধর্মগ্রন্থের বানীগুলো তো সে হারে এগুচ্ছে না। জগদ্দল পাথরের মতই স্থবির হয়ে আছে বিগত কালের সাক্ষী হয়ে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মুসলিমরা এ ব্যাপারটি স্বীকার করতে চান না। তারা মনে করেন কোরাণ সব যুগের জন্য, সব কালের জন্য সত্য ঈশ্বর-প্রেরিত পথপ্রদর্শক, এক সার্বজনীন ঐশী কিতাব। তা মানুন, ঠিক আছে। ব্যক্তিগত বিশ্বাস ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখলেই হয়, সেতারা হাসেম যেমনটি চাইছেন। তা না করে তারা প্রকাশ্যে নিজস্ব তত্ত্ব নিয়ে হাজির হচ্ছেন।

ধর্মগ্রন্থগুলোকে ‘সার্বজনীন’ প্রমাণ করার জন্য তারা এর মধ্যে বিগ-ব্যাং খুঁজে পাচ্ছেন, ক্লোনিং খুঁজে পাচ্ছেন, সুপার স্ট্রিং খুঁজে পাচ্ছেন, ছায়াপথ, নিহারীকা, অনু-পরমানু, এইডস, ক্যান্সার সব কিছুই পেয়ে যাচ্ছেন। আমার আপত্তিটা ছিল সেখানেই। ধর্ম গ্রন্থগুলোতে আধুনিক বিজ্ঞানের এত কিছু থেকে থাকে তবে সাধারণ একটা সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব তো না থাকার কথা নয়। আমি শুধু একটা ছোটট প্রমাণ চাইলাম - *কেউ যদি কোরাণ ঘেটে কোন আয়াত থেকে ‘পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে’ অথবা নিদেন পক্ষে ‘পৃথিবী ঘুরছে’ এই শব্দ ক’টি দেখাতে পারেন তা’হলেই হবে। আমি আমার লেখা বন্ধ করে দেব কথা দিচ্ছি, আর বন্ধ করে দেব আমার পরিচালিত ‘মুক্ত-মনা’ ওয়েব-সাইট টি।* দেশ বিদেশের অনেকেই আমার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কেউ এখন পর্যন্ত এমন কোন আয়াত হাজির করতে পারেননি যাতে প্রতীয়মান হয় যে কোরান কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বকে গ্রহণ করেছে। চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে সর্বশেষ সংযোজন হলেন বাংলা আমার পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদক মাহফুজ; তিনিও পৃথিবী ঘুরার ব্যাপারে আমার দেওয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। তিনি এ বিষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন যার জবাব আমি দিয়েছিঃ

http://www.mukto-mona.com/Articles/sun_earth_moves_mahfuz.pdf

আমি তার পরবর্তী জবাবের জন্য অপেক্ষায় আছি।

অপেক্ষা করতে কোন অসুবিধা নেই বিশেষত উনি যেহেতু এ ব্যাপারে কোন সময়ের সীমা বেঁধে দেননি, আমারও কোন তাড়া নেই। এর মধ্যে জনাব আবদুর রহমান আবিদ মাহফুজ সাহেবের পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছেন এই বলে - *‘বস্তুতঃ কোরানে বিজ্ঞান খোঁজার চেষ্টা যেমন অর্থহীন, তেমনি কোরানকে বিজ্ঞানহীন প্রমাণ করার চেষ্টাও তেমনি অর্থহীন।’* আর সেই সাথে মাহফুজ সাহেবকে উপদেশ দিয়েছেন যেন এ নিয়ে আর বেশী ‘ঘাটাঘাটি’ আর উনি না করেন। বোধ হয় তার সুহৃত মাহফুজ সাহেব চ্যালেঞ্জ নিয়ে বেশ খানিকটা বেকায়দায়ই পড়ে গেছেন। আবিদ বলেছেন, ‘সচেতন কোন বিশাসী মুসলমানের উচিত নয় এ নিয়ে অহেতুক তর্ক করে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করা। আমি আশা করব জনাব আবু সাইদ মাহফুজ এই অর্থহীন প্রচেষ্টা থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন’।

আবিদের লেখাটি অত্যন্ত সুলিখিত এবং বেশ কিছু ভাবনা জাগানো কথাবার্তা এতে রয়েছে। আমি খুব মনোযোগ দিয়েই লেখাটি পড়েছি। যদিও তার অনেক বক্তব্যের সাথেই আমি একমত নই, তবু একজন বিশ্বাসী মুসলিমের পক্ষে যতটুকু কুশলী হওয়া সম্ভব তিনি হয়েছেন। তার প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই। আমি হয়ত তার লেখার কোন জবাব দিতাম না, কিন্তু এর মধ্যে এক কান্ড ঘটল। এক স্বনামখ্যাত বিগ্রেডিয়ার জেনারেলের (সৈয়দ আশরাফুজ্জামান) আবির্ভাব ঘটল রংগমঞ্চে। তিনি আবিদের লেখাটি পড়ে যার পর নাই আহ্লাদিত হয়ে আমাকে এক হাত নেওয়ার বাসনায় রীতিমত পাকিস্তানী কায়দায় ঝাপিয়ে পড়লেন। তার আর্মি রীতির আক্রমণাত্মক ভাষায় আমার লেখার বিরোধিতা তো করলেনই আমাকে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ‘র’ এর এজেন্ট বানিয়ে দিয়ে গেলেন। তার লেখাটি শেষ করেছেন এই বলে -

If their faith in the Qur’an can be shaken by writing articles like “Bigganmoy Kitab” Bangladesh will become a weaker state. In a situation like that the masters of Mr. Avijit will be very happy and more eager to patronize him and his cohorts with more resources. But by the grace of Allah that is not going to happen. Baraibari stands as a proof to that.

প্রিয় পাঠক, আমার বিজ্ঞানময় কিতাবের সাথে আমার ভারতীয় ‘র’ এর এজেন্ট হবার কি সম্পর্ক বা ‘বাড়াইবাড়ি স্ট্যান্ডের’ এখানে আবির্ভাবই বা কোথা থেকে ঘটল তা আমার বুদ্ধিতে বুঝতে আমি অক্ষম। বিঃ জেনারেল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তার মত লোক যদি অর্থহীন, যুক্তিহীন এবং উদ্ভট কথা বলেন, জাতি হিসেবে আমরা কেন যে শুধু পেছনের দিকেই যাচ্ছি তা সহজেই অনুমেয়। লেখায় কোন যুক্তির চর্চা নেই, common sense এর প্রয়োগ নেই, শুধুই অন্ধ ভাবাবেগের ছড়াছড়ি। আর পুরো লেখাটিতেই তার ভাবনা চিন্তা চক্রাকার পথেই ঘুরপাক খাচ্ছে। কখনো কোরানের মধ্য আল্লা খুজছেন, আবার কখনও আল্লাকে দিয়ে কোরানের অলৌকিকতা ও বিজ্ঞানময়তা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। তার যুক্তি এবং ভাষা-বিন্যাস এতটাই নিম্নমানের এবং স্থূল যে এটি কোন যথার্থ প্রত্যুত্তর দাবী করে না। নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ পাউলি এ ধরনের কোন ‘উৎকৃষ্ট’ তত্ত্বের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলতেন,

"they are so bad that they are not even wrong!" মেজর সাহেবের প্রবন্ধটি এতটাই স্কুল আর নিম্নমানের যে এটি কোন সুস্থ বিতর্কের উপযুক্তই নয়, এর জবাব দেওয়া তো পরের কথা!

বিগ্রেডিয়ার সাহেবকে এ মুহুর্তে মাথা থেকে সরিয়ে রেখে আমি বরং আবিদের লেখাটির কিছু বিষয় নিয়ে বরং মন্তব্য করতে চাই। বিগ্রেডিয়ার সাহেবের কিছু উক্তি নিয়ে আমি প্রবন্ধের শেষ দিকে আলোচনা করব।

আবিদ তার প্রবন্ধে বলেছেন, ‘জনাব রায় কোরানের অসংখ্য আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে কোরানে পৃথিবীকে সমতলভূমি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ মজার ব্যাপার হল উনি যতগুলো আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন, তার কোথাও কিন্তু এ বিষয়ে সামান্য ইঙ্গিত ও দেয়া হয় নি।’

দেখা যাক আবিদ সাহেবের এই দাবী কতটুকু সঠিক। আমি তার বক্তব্য খন্ডন করতে এখানে কেবলমাত্র একটি আয়াতের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আয়াত (078.006) পড়া যাক :

Alam najAAali al-arda mihadan

Meaning:

Have we not made the earth like a bed?

078.006

YUSUFALI: Have We not made the earth as a wide expanse,

PICKTHAL: Have We not made the earth an expanse,

SHAKIR: Have We not made the earth an even expanse?

আরবী ‘Mihad’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিছানা (আমার কথা বিশ্বাস না হলে কোন আরবী বিশেষজ্ঞের সুরণাপন্ন হতে পারেন)। এখানে আল্লাহ পরিস্কারভাবে আমাদের পৃথিবীকে বিছানার সাথে তুলনা করেছেন বিছানা সমতলভাবে বিস্তৃত। জানিনা আবিদের বিছানা কি রকম দেখতে, তবে আমি অন্ততঃ বর্তুলাকার(Spherical) কোন বিছানার হৃদিস পাইনি। উপরোক্ত অনুবাদকরাও তাদের অনুবাদে এই বিস্তৃতিকে বোঝাতে ‘wide expanse’ ব্যবহার করেছেন।

আমি আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ করছি এ প্রসঙ্গে যা আমি আগে আমার বিজ্ঞানময় কিতাবে উল্লেখ করেছিলাম। নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট সময়ের কথা মাথায় রাখলে কিন্তুপরিস্কার বোঝা যায় প্রাচীন কালে মানুষেরা সমতল পৃথিবীর ধারণা থেকে একদম ই বেরুতে পারেন নি। আমি আবিদকে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতে চাই-

১) আবিদ নিঃসন্দেহে জানেন, ইসলামী শাস্ত্রে প্রত্যেকদিন পাঁচবার নামাজ পরার বিধান আছে কিন্তু তিনটি বিশেষ সময়ে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত অথবা মধ্যাহ্নে নামাজ পড়ার কোন নিয়ম ইসলামে নেই। এখন পৃথিবীর আক্ষিক গতির ফলে আমরা জানি যে কোন স্থির মুহূর্তে বিভিন্ন দ্রাঘিমার উপর বিভিন্ন সময় দেখা দেয় এবং প্রতিমুহূর্তেই কোন না কোন স্থানে নির্দিষ্ট উপাসনা চলতে থাকে। এর মানে কি? যেমন ধরা যাক, বরিশালে যখন সূর্যোদয় হচ্ছে, তখনও কলকাতায় সূর্য উঠে নি আর চট্টগ্রামে কিছুক্ষন আগেই সূর্য উঠে গেছে। **কাজেই বরিশালে যখন ইসলামের দৃষ্টিতে নামাজ পড়া হারাম, তখন কলকাতা বা চট্টগ্রামে তা হারাম নয়। তার মানে হল একই সময়ে নামাজ পড়ে পৃথিবীর একাংশের জনগণ হারাম কাজ করলেও অন্য জায়গার অধিবাসীরা কিন্তুসে সসময় নামাজ পড়ে হারাম কাজ করবেন না। ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করুন।**

২) ধরা যাক আপনি বেলা দেড়টায় জোহরের নামাজ পড়ে বিমানে চড়ে মক্কায় যাত্রা করলেন। যেহেতু মক্কা আমাদের দেশ থেকে পশ্চিমে সেখানে পৌঁছে আপনি দেখলেন যে ওখানে তখনও দুপুর হয় নি। **ওখানে জোহরের ওয়াক্তের সময় হলে কি আপনি একই দিনে আরেকবার জোহরের নামাজ পড়বেন? ব্যাখ্যা করুন।**

৩) আমরা জেনেছি সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত অথবা মধ্যাহ্নে নামাজ পড়া হারাম। কোন নভোচারী অথবা কোন বিমান চালক ১০৪১.৬৭ মাইল বেগে পশ্চিম দিকে বিমান চালালে সূর্যকে সবসময়ই তার কাছে গতিহীন বলে মনে হবে। অর্থাৎ বিমান আরোহীদের কাছে সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যা বলে কিছু থাকবে না- সূর্য যেন স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই অবস্থায় বিমান আরোহীদের নামাজ-রোজার উপায় কি?

৪) মেরু অঞ্চলে প্রায় ছয় মাস থাকে দিন আর ছয় মাস থাকে রাত। ভবিষ্যতে যদি মেরু অঞ্চলে আপনাদের ঘাটি গাড়তে হয়, তবে সেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিভাবে রোজা রাখবেন আর দিনে পাঁচ বার নামাজ কিভাবে পড়বেন?

এ প্রশ্নগুলো আমার নয়, ‘চাষা-ভূষা’ আরজ আলীর। আপনি বিজ্ঞ লোক চাষা-ভূষার করা প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়ত ফাঁক-ফোকর খুঁজে ঠিকই দেওয়ার চেষ্টা করবেন- কিন্তু, সত্যি করে বলুন তো এক সময় যে পৃথিবীকে স্থির আর সমতল মনে করা হত আর সেজন্য পৃথিবীর সকল দেশে বা সকল জায়গায় একই রকম সময় সূচিত হবে, এইরকম ভুল ধারণা থেকেই কি ওই সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়নি? যার সমাধান করতে গিয়ে আপনাদের এই যুগেও গলদক্ষম হতে হচ্ছে?

আমার প্রবন্ধে আমি একটি আয়াতের উল্লেখ করেছিলাম, এটি বোঝাতে যে, তখনকার সময়ের মানুষেরা ভাবতো অনেক অনেক দূরে এমন একটি দেশ আছে যেখানে সূর্য সত্যিই অস্ত যায়!

“অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের দেশে পৌঁছালো, সে সূর্যকে এক পক্ষিল জলাশয়ে ডুবতে দেখল এবং সেখানে দেখতে পেল এক জাতি। আমি বললাম, ‘হে জুল কারণাইন, হয় এদের শাস্তি দাও, না হয় এদের সাথে ভাল ব্যবহার কর’।” (১৮:৮৬)

আবিদ আপত্তি করে বলেছেন ব্যাপারটা নাকি উপমা। কিভাবে ব্যাপারটি উপমা হয়? জাপানকে ‘সূর্যদয়ের দেশ’ বলা আর কেউ ‘সূর্যকে এক পক্ষিল জলাশয়ে ডুবতে দেখল’ বলা কি এক? ইংরেজীতে আয়াতটি আবার পড়া যাক - ‘when he reached the setting of the Sun, he found it set in a spring

of murky water. Near it he found a People.’ এখানে ব্যাপারটি খুবই পরিষ্কার যে জুলকার্নাইন শেষ পর্যন্ত এমন একটি জায়গায় পৌঁছতে পেরেছিলেন যেখানে সূর্য আসলেই অস্ত যায় (setting of the Sun) এবং এটি কদমাক্ত জলাশয়ে (murky water) এবং সেখানে তিনি সেখানে দেখতে পেলেন এক জাতি (People)।

আরেকটি ব্যাপার, এটা যদি সাধারণ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মত ঘটনা হবে তবে এত ঘটনা করে তা কোরানে উল্লেখের দরকার ছিল না। জুলকার্নাইন কেন, শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই তো প্রতিদিনই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখে। এতে বিশেষত্ব তো কিছু নেই। জুলকার্নাইনের কথা ইচ্ছে করেই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে একটি বিশেষ সন্মান দেবার জন্য - কারণ জুলকার্নাইন হচ্ছেন সেই ব্যক্তি (কোরানের মতে) যিনি সূর্যাস্তের দেশে পৌঁছে ‘পঙ্কিল জলাশয়ে’ সূর্যকে ডুবতে দেখেছেন।

কোরাণে অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মতই আকাশকে ‘স্তুম্ববিহীন ছাদ’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবিদ যথারীতি এটিকে উপমা বা রূপক বলে চালিয়ে দিয়েছেন। সমস্যা হচ্ছে যেখানেই তারা আদিম গ্রন্থটিকে আধুনিক বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে ব্যাখ্যা করতে পারেন না তাদের দৃষ্টিতে তা হয়ে যায় রূপক বা উপমা। আসলে উপমা টুপমা সরিয়ে কোরানকে খোলা মনে বিশ্লেষণ করলেই বেরিয়ে আসে কোরানের অনেক কিছুই সেকলে, বিগত কালের সাক্ষী। answering-christianity.com বলে ওয়েব সাইটের অথার আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহন করে আমাকে ‘পরাস্ত’ করবার দাবী করবার পর আমি উত্তরে লিখেছিলাম :

The Qur’an is unashamedly of its time. According to Qur’an our Earth is flat and both the sun and the moon run across it. They are “lamps” hanging from the ceiling of the sky that is being supported by invisible columns. The Quranic solar system also contains invisible genies. They climb over each other’s shoulders and reach the heaven to eavesdrop the conversation of the “Exalted Assembly”. The stars are used as missiles (shooting stars) to hit them (genies). The moon is supposed to be above the stars. Then sun also must rise from muddy waters and enter in the murky waters just as Zul Qaranain witnessed (sura: 18:86, 18:90). There is also a position for the throne of Allah. But the throne is over the waters and the Sun has to

prostrate in front of the throne and ask permission of Allah to rise. If you want to sell these non-sense as "scientific", I have nothing much to say.

আবিদ তার মাথা থেকে অন্ধবিশ্বাসের জঞ্জাল সরিয়ে খোলা মনে বইটি পড়লেই বুঝবেন আমার কথাগুলো কতদূর সত্য। আরেকটি ব্যাপার, আবিদ বলতে চেয়েছেন - ‘কোরানে বিজ্ঞান খোঁজার চেপ্টা যেমন অর্থহীন, তেমনি কোরানকে বিজ্ঞানহীন প্রমাণ করার চেপ্টাও তেমনি অর্থহীন।’ যদি তার কথা মেনেও নেই, তাহলেও বলতে হয়, কেউ কেউ কোরানে বিজ্ঞান খোঁজার চেপ্টা করছে বলেই সেই যুক্তি খন্ডন করার বিষয়টি আসছে। তারা যদি কোরানে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব না খুঁজতেন, তাহলে যুক্তিবাদীদেরও সেগুলো খন্ডন করার দায়িত্ব থাকত না। কাজেই বোঝাই যাচ্ছে মূল দায়িত্বটুকু থাকছে বিশ্বাসীদের কাঁধেই। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় কেউ যখন কোরানে বিগ-ব্যাং বা এম্বায়োলজি খুঁজে পায় তখন আবিদ সাহেবরা তার প্রতিবাদ করেন না (বরং বলতে হয় - প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থনই করেন), আবিদ সাহেবরা ‘কোরান বিজ্ঞান শেখানোর জন্য নয়, হেদায়েতের জন্য’ এই বানী নিয়ে আসেন তখনই যখন আমরা সেই ‘বিজ্ঞানময়’তার যুক্তি খন্ডন করি।

কোরান কি আল্লাহর বানী নাকি মুহম্মদের?

যে চক্রে বিগ্রেডিয়ার সাহেব ঘুরপাক খাচ্ছেন তার একটু সমাধান এবার করা যাক। তিনি নিজের বিশ্বাস বশতঃ ধরেই নিয়েছেন কোরান আল্লাহর বানী, অতএব এটি ক্রটিমুক্ত। তিনি আবার আমায় উপদেশ দিয়ে বলেছেন, ‘people like Mr. Avijit can be well advised not to look for scientific theories in the Qur'an.’ বিগ্রেডিয়ার জেনারেল সাহেব বোধহয় ‘people like Mr. Avijit’ বলে মানুষকে সম্বোধন করে বড়ই আনন্দ পান। তা করতেই পারেন; আফটার অল আর্মির বিগ্রেডিয়ার উনি- ধরাকে সরা জ্ঞান তো করতেই পারেন। পুরো দেশটাই তো উনাদের। হুমকি ধামকি দেওয়া, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, হিন্দু নামে কেউ কিছু লিখলেই তাকে পাইকারীভাবে ভারতের চর বানিয়ে দেওয়া এগুলো বোধহয় উনার কাছে খুবই মামুলি ব্যাপার। দিগন্তের

লেখায় আর্মি এবং সেটেলারদের প্রতি কেন এত বিতৃষ্ণা এবার বোঝা যায়। বিতর্ক করতে গেলে যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের যে ব্যাপার স্যাপারগুলো থাকে সেগুলো বোধহয় এখনও শিখে উঠতে পারেন নি।

বিগ্রেডিয়ার সাহেব যেভাবে ধরেই নিয়েছেন- কোরাণ হল আল্লাহর বানী- আসুন আমরা একটু চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করি দাবীটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত। কোরাণ যদি আল্লাহর বানীই হয় তবে তা এমনভাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হওয়া উচিত যেন আল্লাহ নিজেই আদেশ করছেন, উপদেশ দিচ্ছেন, কথা বলছেন। অথচ কোরানে বহু আয়াতই এই সজ্ঞাত ধারণার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। আসুন আমরা কোরানের প্রথম সুরাটি পাঠ করি -

The Opening Sura Fatihah:

(Quran 1:1-7)

In the name of the Merciful and Compassionate God.
Praise belongs to God,
The Lord of the worlds, the merciful, the
compassionate, the ruler of the day of
the day of judgment! Thee we serve and Thee
we ask for aid. Guide us in the right path,
the path of those Thou art gracious to;
not to those Thou art wroth with, nor of
those who err.

উপরের আয়াতটি যে ঈশ্বরের (আল্লাহর) উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি পরিস্কার প্রার্থনাগীত, এটা বুঝবার জন্য কারো রকেট সায়েন্টিস্ট হওয়ার দরকার নেই। এখানে **Guide us in the right path** উচ্চারণ করে মুহম্মদ আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছে। মহান আল্লাহতালা নিশ্চই ‘আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর’ বলে কারো কাছে কান্নাকাটি করবে না! বিগ্রেডিয়ার সাহেব এর কি উত্তর দেবেন? এটা কি আল্লাহর বানী নাকি মুহম্মদের? যত ই ইনিয়ে বিনিয়ে বলেন না কেন - ‘অভিজিতের জ্ঞান কম’, ‘কোরান বোঝে না’, ‘হিন্দু’, ‘ভারতীয় চর’ -

এগুলো ধোপে টিকবে না। আমাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে যে কোরাণের প্রথম সূরাটিই শুরু হয়েছে মুহম্মদের প্রার্থনা দিয়ে, আল্লাহর বানী দিয়ে নয়।

আরও কিছু উদাহরন দেখিঃ

(Quran 113:1)

I take refuge with the Lord of the Dawn.

এখানেও আল্লাহ নয় মুহম্মদ নিজে সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। কোন কোন অনুবাদক অসঙ্গতি দেখে লজ্জিত হয়ে ‘বল’ (say) শব্দটি বাক্যের শুরুতে আমদানী করেছেন, যা মূল আরবীয় গ্রন্থে নেই।

(Quran 6:104)

Now have come to you, from your Lord, proofs
(To open your eyes): If any will see, it will
be for (the good of) his own soul; If any will
be blind, it will be to his own (harm): **I am not
(here) To watch over your doings.**

এখানে পরিষ্কার যে ‘I am not to watch over your doings’ - এটি মুহম্মদের উক্তি। অনুবাদক দাউদ (**Dawood**) তার অনুবাদের ফুটনোটে উল্লেখ করেছেন যে, ‘I’ বলতে এখানে মুহম্মদকে বুঝানো হয়েছে। এর ঠিক আগের আয়াতটিতেও (**Quran 6:103**) মুহম্মদ বলছেন-

No mortal eyes can see Him, though He sees all eyes. He is benignant all knowing’

R. Bell তাঁর ‘A commentary on the Quran (Manchester, England: victoria university of Manchester, 1991) vol. 1. p. 201’ এ পরিষ্কার করে বলেছেন - ‘The end of the verse shows that Phrophet is speaking his own words’.

(Quran 27:91)

For me, I have been commanded to serve the
Lord of this city, Him Who has sanctified it

and to whom (Belong) all things; and **I am commanded to be of those who bow in Islam to Allah's Will**

এখানে পরিস্কার যে বক্তা আল্লাহ নয়, মুহম্মদ যিনি মক্কাবাসীর উপর তার আগ্রাসনের বৈধতা খুঁজছেন। আরও দুটি আয়াত দেখি :

(Quran 81:15)

So verily I call to witness the planets - that recede...

এবং

(Quran 84:16-19)

I swear by the afterglow of sunset, and by the night, and by the moon when she is at the full.

এখানেও বক্তা কিন্তু মুহম্মদ। সর্বশক্তিমান আল্লাহর তো কোন কিছুর নামে শপথ (swear) করার কথা নয়। আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ্য। পাঠকরা খেয়াল করবেন যে এখানে শপথ কিন্তু করা হয়েছে চন্দ্র ও সূর্যকে সাক্ষী রেখে। ইসলাম-পূর্ব আরবে প্যাগানরা সূর্য এবং চন্দ্রকে দেবতা জ্ঞানে পূজো করত, এবং মুহম্মদ যে সেই ঐতিহ্যই বহন করেছেন - উক্ত আয়াতটিতে এই সত্যটিই উঠে এসেছে। এমনকি 'আল্লাহ' নামটিও তিনি ধার করেছেন প্যাগানদের চন্দ্রদেবী হতে, এ ব্যাপারটিও ভুলে গেলে চলবে না।

(Quran 6:114)

Should I seek other judge than God, when it is He who has sent down to you, the distinguishing book (Quran)?

যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই বুঝবে উক্ত আয়াতটি বলা হয়েছে মুহম্মদের পক্ষ থেকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। ইউসুফ আলী তাঁর অনুবাদে অযাচিতভাবে 'Say' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং এ জন্য কোন ফুটনোটেরও উল্লেখ করেন নি।

উপরের আয়াতগুলো ছাড়াও আমি পাঠক-পাঠিকাদের কোরানের ১৯:৯, ১৯:৬৪, ৩৭:১৬৪-১৬৬, ৫১:৫০, ৫৩:২, ৭০:৪০-৪১, ৮৬:১৭ আয়াতগুলো পড়ে দেখবার অনুরোধ করছি, যেগুলো পড়লে সহজেই বোঝা যায় যে ওই সমস্ত আয়াতের বক্তা আল্লাহ নয়, নিঃসন্দেহে অন্য কেউ।

বিগ্রেডিয়ার সাহেব উত্তেজক ভাষা ব্যবহার করে আমার মুখ বন্ধ করার প্রচেষ্টা না করে ব্যাপারগুলো ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখবেন, এই প্রত্যাশা করি।